Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue: 74-75
April-June, July-September 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2019-08-07
Published: 2023-09-09

DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.148

Welfare Activities in Islamic Banking System Case of Cash Waqf

Md. Mahbub-ul-Alam*

ABSTRACT

Islamic Banking system is devised to ensure human welfare as well as to translate the noble principles of Islamic Economics into reality. For this specific reason, public welfare is posited in the frontline of each and every activities of Islamic Banking. Premising on the wings of investigation and analysis this article intends to portray the different welfare activities of Islamic Banking system with a specific focus on 'Cash Waqf'. With a view to accomplishing this research the author has reviewd relevant primary and secondary research works. Moreover, his experience in banking sector has also strengthened the thread of this research. The author, through his lucid deliberation and articulation, has endeavored to spell out that public welfare is translated through different mechanisms in each and every phase of the activities of Islamic Banks. Only a meticulous appreciation can reveal the far reaching impact of such activities upon the society and state. Cash Waqf, an effective tool, in fact, inherently retains the potentials to fulfil the necessity of human being as well as to significantly contribute in constructing societal infrastructure.

Keywords: Islamic banking system; cash waqf; human welfare; welfare oriented activities; shariah.

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় কল্যাণমুখী কার্যক্রম : ক্যাশ ওয়াকফ প্রসঙ্গ

সারসংক্ষেপ

মানবকল্যাণ ও ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা হয়। এ জন্য ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি কার্যক্রমে জনকল্যাণকে প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার নানামুখী জনহিতকর কার্যক্রম তুলে ধরার উদ্দেশ্যে রচিত এ প্রবন্ধটিতে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বিশেষ প্রসঙ্গ হিসেবে ক্যাশ ওয়াকফকে বাছাই করা

* Md. Mahbub ul Alam is a Formar Maneging Directors Islami Bank Bangladesh Limited, email: mahbub.alam@hotmail.com

হয়েছে। প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক সাহিত্যকর্ম থেকে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণের পাশাপাশি প্রবন্ধকারের অভিজ্ঞতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ও আঙ্গিকে জনকল্যাণ সাধিত হয়। কাল পরিক্রমায় সমাজ ও রাষ্ট্রে এর স্পষ্ট প্রভাব দৃশ্যমান হয়। এক্ষেত্রে ক্যাশ ওয়াকফ এক দীপ্তিমান আলোকবর্তিকা। এর মাধ্যমে একাধারে মানুষের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি সমাজের অবকাঠামোগত উন্নয়নও সম্ভব।

মূলশব্দ: ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, ক্যাশ ওয়াকফ, মানবকল্যাণ, কল্যাণমুখী কার্যক্রম, শরীআহ।

ভূমিকা

অর্থনীতির একটি শাখা হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানবতার কল্যাণ সাধন। এ কল্যাণ সাধন ঘটে বহু মাত্রায় এবং বহু আঙ্গিকে; সমাজে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা, সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালন, ধর্মীয় উৎকর্ষ সাধন ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে মিসরের শহরতলী মিট গামারে কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার যে বীজ রোপিত হয়েছিল নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তা আজ ফুলে ফলে সুশোভিত এক বিশাল মহীরুহ। মুসলিম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইতোমধ্যে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এর মূল কারণ ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদ বর্জন এবং মানবতার কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ইসলামী শরী'আহ্। ইসলামী শরী'আহ্র সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মাসালিহুল ইবাদ' তথা মানবতার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। মানবতার কল্যাণে শরী'আহ্র যেসব মূলনীতি রয়েছে তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পথিকৃৎ আহমদ আল নাজ্জার এর মতে, ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে Mass movement rather than as financial institution (El-Naggar 1978 by Sarkar 2009, 107)।

ব্রিটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ বিভিন্ন আইনী ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের দ্বারা মুসলমানদের ওয়াক্ফ করা বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাকিস্তান আমলে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করার চষ্টা করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধীরে ধীরে সম্পদ ওয়াক্ফ করার ধারা প্রচলিত হয়। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্প্রতি নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ব্যাংকিং পরিভাষায় এর নাম 'ক্যাশ ওয়াকফ'। ইতোমধ্যে ইসলামী শরীআহ মোতাবেক পরিচালিত কয়েকটি ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব চালু করেছে। ক্যাশ ওয়াক্ফ ইসলামী ব্যংকিং ব্যবস্থায় একটি মানবকল্যাণমুখী কার্যক্রম; মানবসেবায় তা বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মানবকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মৌলিক ধারণা, শরীয়ার নীতিমালার প্রতি এর অঙ্গীকারাবদ্ধতা, মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে ইসলামী

ব্যাংকিংয়ের নীতিমালা ও মানবকল্যাণ সাধনে এর কার্যক্রম আলোচিত হয়েছে। ক্যাশ ওয়াক্ফ কী এবং ক্যাশ ওয়াক্ফ সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান কী তা উল্লেখ করা হয়েছে। মানবকল্যাণ সাধনে ক্যাশ ওয়াক্ফ কী ভূমিকা পালন করতে পারে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সামষ্টিক ধর্মীয় দায়িত্ব (ফরযে কিফায়াহ) এবং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা

AAOIFI-এর ভাষ্যমতে,

> IFIs came into existence as a collective religious obligation (Fard Kifayah) on the larger community (Ummah).
>
> ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বৃহত্তর সম্প্রদায় বা উম্মাহর ওপর সামষ্টিক ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার ফলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে (AAOIFI 2010, 90)।

কারণ, সুদ বর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের আবশ্যিক কর্তব্য। আর সামষ্টিক উদ্যোগ (তথা ইসলামী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান) ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সুদ বর্জন করা সম্ভব নয়। ১৯৭৮ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত সংজ্ঞানুযায়ী,

> Islamic Bank is "a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations."
>
> ইসলামি ব্যাংক এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা উদ্দেশ্য, নীতিমালা ও কার্যপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়ার মৌলিক নীতিমালা মেনে চলে এবং যে-কোনো ধরনের কার্যক্রমে সুদি লেনদেন বর্জন করে। (Hussain 1996, 46)

এ সংজ্ঞার আলোকে পৃথিবীর সকল দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এভাবে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সুদবিহীন ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ কাজ করে এবং মানবকল্যাণ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

মানবকল্যাণ ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

ইসলামে মানব কল্যাণের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে পার্থিব কল্যাণের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। মানব কল্যাণ এবং উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। আর মানুষের জাগতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হচ্ছে মানবতার কল্যাণ। ইসলামী শরী'আহ্‌র মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জীবনের সকল মৌলিক চাহিদা সংরক্ষণের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الدين النصيحة

'দীন হলো কল্যাণ কামনার নাম' (Muslim 1424H, 55)।

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে মানবকল্যাণ সাধিত হয় দু'ভাবে- প্রথমত কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং দ্বিতীয়ত ক্ষতি নিবারণের মাধ্যমে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মধারা সবকিছুই জনগণের ব্যাপক কল্যাণে নিবেদিত। মানবতার কল্যাণে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অঙ্গীকার বা কার্যাবলীকে দুইভাগে আলোচনা করা যায়। যথা:

১. অবশ্য পালনীয় অঙ্গীকার/কার্যাবলী এবং
২. ঐচ্ছিক অঙ্গীকার/কার্যাবলী

অবশ্য পালনীয় অঙ্গীকার বলতে এমন সব বিষয়কে বোঝানো হয়েছে যা পরিপালন অথবা বর্জন ইসলামী ব্যাংকের জন্য অপরিহার্য

সুদ ও প্রতারণামুক্ত ব্যাংকিং

মানবতার ঘৃণ্য শত্রু সুদ ইসলামে নিষিদ্ধ। সুদের কারণে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়। সমাজের সাধারণ মানুষের সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে জমা হয়। এর পর তা আরো কম সংখ্যক লোকের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়। সুদ দীর্ঘমেয়াদী ও ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়, সঞ্চয়কারীদের অলস করে, উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা ও চাহিদা হ্রাস পায়। সুতরাং ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদ নির্মূলের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা মানবতার ব্যাপক কল্যাণ সাধন করে।

ইসলামী ব্যাংকিং গারার (অনিশ্চয়তা/প্রতারণা) ও ফটকামূলক লেনদেন পরিহার করে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখে। হাদীসে এসেছে,

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কঙ্কর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন' (Muslim 1424H, 1513)।

অন্যদিকে জুয়া নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

'মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর' (Al Qur'ān, 5:90)।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় কোন চুক্তির ক্ষেত্রে পক্ষগুলোর অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়। কারণ, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সকল কার্যক্রমে দুনিয়া ও আখিরাতে জবাবদিহিতার নীতিতে বিশ্বাসী।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾

'তারা অবশ্যই (তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে' (Al Qur'ān, 37:24)।

অর্থ ও ঋণের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

ইসলামী ব্যাংকিং প্রকৃত লেনদেন ভিত্তিক কার্যক্রমে অংশগ্রহন করে। অর্থ ও ঋণের কৃত্রিম লেনদেন বা ক্রয় বিক্রয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন বিপর্যয় ডেকে আনে বিধায় ইসলামী ব্যাংক তা পরিহার করে থাকে।

হাদীসে এসেছে,

أنه نهي عن بيع الدين بالدين

আল্লাহর রাসূল ﷺ ঋণের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন' (Al-Ḥākim 2007, 2342)।

এ কারণে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে এ ধরণের লেনদেন অনুমোদিত নয়।

জুলুম, শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যাংকিং

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না। অবশ্য পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারো (Al Qur'ān, 4:29)।

এর ভিত্তিতে ইসলাম অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি, ডাকাতি-ছিনতাই, অশ্লীল ব্যবসা, নেশা জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা মজুতদারি, ভেজাল ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছে। তাই ইসলামী ব্যাংকিং মানবকল্যাণ বিধ্বংসী এসব হীন কার্যক্রমে জড়িত হয় না এবং কোন ধরনের সহযোগিতাও প্রদান করে না। মুনাফার লোভ না করে মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য ক্ষতিকর জিনিসকে হারাম করেছেন। তাই ইসলামী ব্যাংকসমুহ হারাম খাতে বা পণ্যে অর্থায়ন পরিহার করে এগুলোর ক্ষতির হাত থেকে জনগনকে রক্ষা করে।

প্রকৃত পণ্যে অর্থায়ন ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণ

রিয়েল ইকোনমি-এর চেয়ে ফাইনান্সিয়াল ইকোনমি-এর মূল্যবৃদ্ধি অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি করে। ইসলামী ব্যাংকিং প্রকৃত পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়ার ভিত্তিতে অর্থায়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার করে। যারা গৃহলোন বা অন্য কোনো লোন পেতে চায় তাদেরকে সরাসরি টাকা না দিয়ে ওই পণ্যটি কিনে দিয়ে থাকে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ দক্ষ ও শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের আর্থিক লাভ নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করে। শেয়ারহোল্ডাররা সর্বাধিক আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করে এবং মুনাফা পাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত থাকে।

গ্রাহক যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শরীয়াহ ও নৈতিকতার অনুসরণ

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে সম্ভাব্য গ্রাহকদের যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে AAOIFI নির্ধারিত screening criteria অনুসরণ করা হয়। এতে আছে:

ক) সম্ভাব্য গ্রাহকের ব্যবসায় শরী'আহ্ নীতি অনুসৃতির ব্যাপারে পর্যালোচনা।

খ) বিনিয়োগ গ্রাহকদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে অনুসৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়া নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা।

গ) তৃতীয় কোন পক্ষ মানি লন্ডারিং-এর মত কোন অপরাধমূলক কাজে ব্যাংককে যেন ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্কতা।

ঘ) দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য গ্রাহককে প্রদেয় বিনিয়োগের প্রভাব পর্যালোচনা। (AAOIFI 2010, 73)

বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গুটিকতক মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করে না। শুধু লাভকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য না দিয়ে সমাজের সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের অভাবী, সুবিধা বঞ্চিতদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত জনগুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার খাতকে প্রাধান্য দেয়।

গ্রাহকের সাথে ন্যায়পূর্ণ আচরণ

গ্রাহকদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকসমূহ AAOIFI Standard-এ বর্ণিত পলিসি অনুসরণ করে। যাতে আছে:

ক. গ্রাহকের উপর কঠিন শর্তের কোন বোঝা চাপানো হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ব্যাংকের সব ধরনের ফরম ও চুক্তিপত্র শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড/কমিটি কর্তৃক যাচাই ও অনুমোদন।

খ. ব্যবসা সম্প্রসারণ ও ব্যাংকিং প্রোডাক্ট মার্কেটিং সংক্রান্ত ডকুমেন্ট নৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণকরণ। শুধু মুনাফার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান না করা।

গ. ব্যাংকের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্রাহকের অধিকার ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ।

ঘ. ব্যবসা পরিচালনা এবং ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে গ্রাহকের যোগ্যতা এবং গ্রাহকের অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক কল্যাণে বিনিয়োগের প্রভাব বিবেচনা।

ঙ. মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনার উপর অতিরিক্ত চার্জ আরোপের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ডের মতামত ও আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের হিসাব সংরক্ষণ প্রক্রিয়া।

ছ. অসচ্ছল গ্রাহকের নিকট থেকে পাওনা আদায়ে বিলম্বের নীতি। (AAOIFI 2010, 73-74)

কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে উপরিউক্ত পলিসি সম্পর্কে গ্রাহককে অবহিত করার ব্যাপারে AAOIFI-এর বক্তব্য: "A policy disclosure shall be made to clients prior to execution of any contract.'' কোন চুক্তি বাস্তবায়নের পূর্বে গ্রাহকের কাছে এর আদ্যপান্ত তুলে ধরতে হবে (AAOIFI 2010, 74)।

পাওনা পরিশোধে বিনিয়োগ-গ্রাহকের অনিচ্ছাকৃত অপারগতা বিবেচনা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় তবে তাকে সচ্ছলতা অর্জন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (Al Qur'ān 2:280)

ঋণ গ্রহীতার অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার সময় তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য সময় দেয়া ইসলামী ব্যাংকিং এর আবশ্যকীয় অঙ্গীকার। আর তাকে দায় মওকূফ করে দেয়া ঐচ্ছিক অঙ্গীকার। এভাবে কুরআনের এই নির্দেশ পরিপালনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ জনকল্যাণে বিরাট ভূমিকা রাখে।

বিনিয়োগ বিতরণ ও ব্যবহার

বিনিয়োগ গ্রাহক যাতে অতিরিক্ত ঋণের বোঝায় আক্রান্ত না হয় এজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে যেমন ex ante measures (বিনিয়োগপূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা) গ্রহণ করে, তেমনি গ্রাহক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতায় পতিত হলে করণীয় বিষয়ে ex post measures (বিনিয়োগোত্তর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা) ও গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্পসহ উৎপাদনশীল এবং অধিক কর্মসংস্থানমূলক খাতে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এতে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত হয়।

ভারসাম্যপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় কোন পক্ষই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। ফলে সমাজের অর্থপ্রবাহ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার ও অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা বেশি। এই নীতির আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঝুঁকি বহনে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের অংশগ্রহণ আর্থিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়ন করে এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়।

সবুজ ও পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সবুজ ও পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যা জনকল্যাণ সাধন করে। পরিবেশ উপযোগী খাতসমূহে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ AAOIFI Standard অনুসরণ করে।

এতে করে নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিশ্চিত হয় ঃ

ক) পরিবেশ সংরক্ষণ;

খ) পরিবেশকে উন্নয়নের প্রভাবমুক্ত রাখা;

গ) প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান; এবং

ঘ) নবায়নযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি (AAOIFI 2010, 78-79)।

সম্পদের সুষ্ঠু আবর্তন ও সর্বোচ্চ ব্যবহার

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় (Al Qur'ān 59:7)।

এ নীতির আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পদকে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত না রেখে সামষ্টিক কল্যাণে বিনিয়োগের নীতিতে বিশ্বাস করে । ইসলামী শরী'আহ্-এর নির্দেশনা মোতাবেক সম্পদকে অব্যবহৃত না রেখে কল্যাণকর খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সমাজের কল্যাণ সাধন করে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণ সাধন

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় নিয়োগদাতা ও নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হলো ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্ববোধ। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় কর্মকর্তা কর্মচারীদের নৈতিক এবং জীবন মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়। তাদের জন্য কল্যাণমূলক ভবিষ্যত তহবিল পরিচালনা, সহজ শর্তে বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান, অবকাশ যাপনের ছুটি ও চিকিৎসা সেবার মত নানাবিধ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। এতে সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণ হয় এবং সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়।

এক্ষেত্রে AAOIFI-এর ''Policy for employee welfare'' মেনে চলা ইসলামী ব্যাংকসমূহের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গীকার। এতে রয়েছে:

ক. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য সমান সুযোগ। জাতিসংঘের `Universal Declaration of Human Rights-এ বলা হয়েছে, Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীর মেধাভিত্তিক বেতন ও পদোন্নতি কাঠামো।

গ. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী উৎসাহমূলক প্রকল্প এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

ঘ. ফুলটাইম, পার্টটাইম ও অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সর্বোচ্চ কর্মঘণ্টার বিবরণ।

ঙ. মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং নমনীয় কর্মঘণ্টা।

চ. বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মের মূল্যায়ন, অন্যায়ের শাস্তি ও প্রতিকার প্রার্থনার সুযোগ।

ছ. সমাজের অসহায়, প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে কোটাভিত্তিক নিয়োগব্যবস্থা এবং তা বাস্তবায়নের অবস্থা তদারকী।

জ. শিশুশ্রম প্রতিরোধ। সম্ভব না হলে তাদের জন্য শিক্ষা ও পারিবারিক সহযোগিতার ব্যবস্থা।

ঝ. উর্ধ্বতন ও অধস্তন এমপ্লয়ীদের মধ্যে শ্রেণী ও গোত্রবৈষম্য দূরীকরণ।

ঞ. প্রতিষ্ঠানের ঈড়ফব ড়ভ উঃযরপং অনুয়ায়ী এমপ্লয়ীদের কাঙ্ক্ষিতমানের আচরণ।

ট. প্রতিষ্ঠান ও এমপ্লয়ী কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে সুস্থতা এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ। (AAOIFI 2010, 75)

উল্লেখ্য যে, AAOIFI চাকুরিতে নিয়োগের পূর্বেই এমপ্লয়ীদের বোধগম্য ভাষায় উক্ত নীতিমালা প্রকাশ করার কথা বলেছে।

জনকল্যাণধর্মী নৈতিক বিপণন ব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিপণন নীতিও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর। এর মধ্যে রয়েছে:

- মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপন পরিহার
- বিপণন কৌশলকে বিপথে পরিচালিত না করা
- প্রতারণামূলকভাবে বিক্রিবর্ধন কার্যক্রম পরিহার
- কোনরকম জোর জবরদস্তি বা অবৈধ প্রভাব বিস্তার না করা ইত্যাদি (Abul Hasan 2014, 38-39)।

বাজার ব্যবস্থা সংস্কারে স্বচ্ছ ক্রয়নীতি

অস্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থা জনকল্যাণের জন্য হুমকি। ইসলামী ব্যাংকিং মজুতদারি, একচেটিয়া কারবার, ভেজাল মিশ্রিতকরণ, জালিয়াতি, প্রতারণা, ইকরাহ (জবরদস্তি), নাজাশ (মিথ্যা ডাকের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধি করা) ইত্যাদি ধরনের লেনেদেনে সম্পৃক্ততা পরিহারের মাধ্যমে বাজারব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা পালন করে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্রয় প্রক্রিয়ায় সামাজিক পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সম্পৃক্তকরণ, সরবরাহ প্রক্রিয়ায় নৈতিকমান সংরক্ষণ, সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক সরবরাহকারীকে সম্পৃক্তকণের মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধিত হয়।

কল্যাণধর্মী হিসাব ব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ হিসাবে মুনাফার Compounding-এর কোন সুযোগ নেই। কোন Hidden Charge নেই। Product Pricing এর ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ মানবকল্যাণ বিবেচনা করে এবং কোন অনৈতিক প্রতিযোগিতার আশ্রয় নেয় না। কারণ মহানবী সা. বলেছেন,

ولا تناجشوا

প্রতিযোগিতা করে দাম বাড়িয়ো না (Muslim 1424H, 3/1155, 1515)।

যাকাত নীতিমালা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে (Al Qur'ān, 51:19)।

অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তার নিজস্ব সম্পদের যাকাত আদায় ছাড়াও ইচ্ছুক সাহেবে নিসাব আমানতকারীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে তা জনকল্যাণে ব্যয় করে থাকে। এতে করে দেশের আর্তমানবতার কল্যাণ সাধিত হয়।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে ইসলামী ব্যাংক

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাখা ও অন্যান্য সরবরাহ চ্যানেল বিস্তৃতকরণ এবং সুদের কারণে ব্যাংকিংয়ে অনিচ্ছুক ধর্মপ্রাণ গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিপুল সংখ্যক un-banked জনগোষ্ঠীকে আর্থিক প্রবাহে অর্ন্তভুক্ত করে চলছে। এছাড়াও ইসলামী ব্যাংকসমূহ সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের দোরগোড়ায় সহনীয় মূল্যে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর মাধ্যমে ব্যাপক জনকল্যাণ সাধনে তৎপর রয়েছে।

বিনিয়োগে লাভক্ষতি বণ্টন (Profit Loss Sharing) নীতিমালা অনুশীলন

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আদর্শ বিনিয়োগ পদ্ধতি মুদারাবা এবং মুশারাকা এ বিনিয়োগ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে ব্যবসার লাভ-লোকসানের ঝুঁকি ভাগ করে নেয় বলে উভয় পক্ষের কল্যাণ সাধিত হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে ভূমিকা পালন

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় কারবারের উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হয় বলে এ ব্যবস্থায় বড় ছোট কারবারের মধ্যে কোন বৈষম্য করা হয় না। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়। সরকারের এসএমই (Small to Medium Enterprise) খাতের এই অগ্রাধিকারকে বাস্তবে রূপ দিতে বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংকও নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে শুরু থেকেই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সংযুক্ত ছিল এ ব্যাংক। এ ব্যাংক ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য পূরণে সম্পদের সমবণ্টনের লক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষদেরও এসএমই খাতে বিনিয়োগ প্রদানে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সরকারের নীতি ও লক্ষ্যকে স্বাগত জানিয়ে ইসলামী ব্যাংক এসএমই খাতের ব্যাপক প্রসারে কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের ২৪ শতাংশ এসএমই খাতের। এসএমই বিনিয়োগে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেসরকারি ব্যাংকগুলো দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের ঋণের ২৭ শতাংশই দিয়েছে এসএমই খাতে। বর্তমানে ১ লাখ ৩০ হাজার এসএমই উদ্যোক্তা ইসলামী ব্যাংকের সাথে জড়িত। এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উদ্যোক্তার অনুপাত ৭৭:২৩। ২০১৪ সালে ইসলামী ব্যাংক এসএমই খাতে ২৪৯৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রদান করেছে। যা এ খাতে জাতীয় ঋণ বিতরণের ২৭ শতাংশ। উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এ ব্যাংক। উদ্যোক্তাদের দোরগোড়ায় এসএমই সেবা পৌঁছে দিতে ইসলামী ব্যাংকের ২৯৪টি শাখা এবং ১৪ হাজার কর্মকর্তা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই শ্রম এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার সুফল-স্বীকৃতি দুই-ই মিলেছে। দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩ সালের কর্মকান্ডের ভিত্তিতে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যৌথভাবে 'বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবান্ধব ব্যাংক' পদকে ভূষিত হয় ইসলামী ব্যাংক।

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অগ্রণী ভূমিকা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দরিদ্র ও দূর্বল জনগোষ্ঠীকে অর্থায়নের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি হাত বাড়ানোর ব্যাপারে-আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾

'ঐসব অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারেনা; যাচঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে' (Al Qur'ān, 2:273)।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ আরডিএস এবং ইউপিডিএস এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পাশাপাশি আরডিএস- এর বিভিন্ন জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচী বদলে দিচ্ছে দেশের গ্রাম-গ্রামান্তর। **এছাড়াওইসলামী ব্যাংক** মহিলাদের উপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদেরকে অধিকতর সম্পৃক্তকরণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বিনিয়োগ গ্রাহকদের অন্তত আশি শতাংশ নারী। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়নে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ইসলামী ব্যাংকের মোহর হিসাবও স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর মোহরানা আদায়ের একটি সহজ পদ্ধতিরূপে নারীর ক্ষমতায়নে জনপ্রিয় হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের এসএমই (Small to Medium Enterprise) ও আরডিএস (Rural Development Scheme) লোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরাই পেয়ে থাকে।

সমাজ উন্নয়নমূলক খাতে অবদান

AAOIFI Standard অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা দরিদ্র, অসহায় ও ঋণগ্রস্তসহ নিম্নোক্ত ৮টি খাতে বিনিয়োগ ও সহযোগিতার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে:

ক) দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তি বা পরিবারসমূহের জন্য ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং শিক্ষামূলক খাতে সহযোগিতা প্রদান।

খ) এতিমদের সাহায্যকরণ।

গ) হতভাগ্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারসমূহকে সহযোগিতা প্রদান।

ঘ) হতদরিদ্র এলাকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান।

ঙ) অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের সমাজে ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টিকরণ। এ লক্ষ্যে গবেষণা ও শিক্ষার সুযোগ উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান।

চ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং পারিবারিক ব্যবসায় উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান।

ঝ) ইসলামিক এবং দেশীয় সমাজ সংস্কৃতির উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান এবং

জ) সমকালীন সামাজিক ব্যাধি ও অনাচার প্রতিরোধে ভূমিকা পালন (AAOIFI 2010, 78)।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিনিয়োগ

মানবতার বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো এমন সকল খাতে ও বিষয়ে বিনিয়োগ প্রদান করে, যাতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে-

ক) দেশের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা।

খ) দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার ও বৈষম্য নিরসনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা (Ibid)।

সর্বোত্তম গ্রাহক সেবার অঙ্গীকার

ইসলামে ভ্রাতৃত্বের ধারণা সকল মানুষের সাথে মর্যাদাপূর্ণ ও সুন্দর আচরণ করতে শেখায়। হাদীসে এসেছে-

كلُّ معروف صدقة، وإنَّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجهٍ طَلْق

প্রতিটি ন্যায়কাজই সাদাকাহ হিসেবে গণ্য। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করা কল্যাণকর কাজের অর্ন্তভূক্ত (Muslim 1424H, 2/697, 1005)

এ কারণে AAOIFI ইসলামী ব্যাংক সমূহকে একটি নীতিমালা প্রনয়ণ করতে বলেছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মকর্তা ও চুক্তিকারীদের মধ্যে গ্রাহক সেবা দক্ষতা উন্নত করা (AAOIFI 2010, 79)।

দাতব্য কার্যক্রম

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

شوبوا بيعكم بالصدقة

তোমরা ব্যবসায়ের সাথে সাদাকাহ্ বা দাতব্য কার্যক্রমকেও যুক্ত কর (Al-Tirmidi 1975, 1208)।

এ প্রসংগে আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে (Al Qur'ān, 2:177)।

তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধ্যানুযায়ী আর্তমানবতার কল্যাণে দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেমন: শিক্ষিত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য,

শিক্ষার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, ঋণমুক্তির জন্য সহযোগিতা, উপার্জনে অক্ষমদের আর্থিক সাহায্য, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি।

মানুষের সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের অনুপস্থিতি এবং অংশীদারভিত্তিক অর্থায়নের ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের আয় বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। ফলে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনে গতিশীলতা লাভ করে। অন্যদিকে ইসলাম বৈধ পথে আয়-উপার্জনে যেমন উৎসাহিত করেছে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমনি মধ্যম পন্থা বা মিতব্যয়িতার পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া বিলাসিতামূলক ব্যয়, অপচয় এবং অপব্যবহারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের এই নির্দেশ পালন করা হলে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি দ্রুত হবে।

বিনিয়োগ বরাদ্ধ দক্ষতাপূর্ণ হওয়ায় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে

সুদী ব্যবস্থায় ঋণের উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা সুদসহ ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে অনুৎপাদনশীল ও ফটকামূলক খাতে ঋণ প্রদান করতে ব্যাংক দ্বিধা করে না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই-এর পর প্রকল্পের মুনাফাজনীনতার ক্রমানুসারে কারবার ও প্রকল্পসমূহ সাজিয়ে নেয়া হয় এবং সর্বোচ্চ লাভজনক কারবার থেকে শুরু করে নিম্ন থেকে নিম্নতর লাভজনক কারবারে-মূলধন যোগান দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় অনুৎপাদনশীল খাতে (লাভজনক হলেও) বিনিয়োগ বরাদ্দের কোন সুযোগ নেই।

বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা

সুদী ব্যবস্থায় সুদের হার বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফার উপর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা সেখানেই থেমে যায়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হার শূন্য হয়। এ ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক আয় ইতিবাচক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা বাড়তে থাকে এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হলেও মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে। এই সর্বোচ্চ মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে মুনাফা হয় সর্বাধিক (Hussain 1996, 91)। এছাড়াও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদকে পরিহার করা হয় এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণ বেচাকেনার পরিবর্তে মুনাফার ভিত্তিতে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় এবং মুনাফার অংশের ভিত্তিতে কারবারে আর্থিক পুঁজি যোগান দেয়া হয়। এই ব্যবস্থায় অর্থ বা ঋণের বাজার বিলুপ্ত হয় এবং গোটা বাজার পুঁজি বাজারে পরিণত হয়। এতে ঋণের বাজার বিলুপ্ত হয় বলে ফটকা বাজারীর সৃষ্টি হয় না।

ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান

সুদী ব্যবস্থায় ব্যবসায়ে লোকসান ও সুদের পুরো দায় একা বিনিয়োগকারীকে বহন করতে হয়। ফলে বিনিয়োগকারীরা বড় এবং ঝুঁকিবহুল প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে সাহসী হয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় এসব ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীদের একা সুদের বোঝা বহন করতে হয় না বরং লোকসান হলে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে লোকসান আনুপাতিক হারে বণ্টিত হয়। আর বিনিয়োগ যদি মুদারাবা পদ্ধতিতে হয় তবে সাহিব আল মাল হিসেবে ব্যাংক সমুদয় লোকসান বহন করে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে আবার ব্যাংক এ লোকসান একা বহন করে না বরং অসংখ্য আমানতকারীদের মধ্যে তা বণ্টিত হয়। ফলে, এ ব্যবস্থায় লোকসান যত বড় কিংবা বিশাল অংকের হোক না কেন বহু সংখ্যক আমানতকারী মিলে বহন করার কারণে প্রত্যেকের জন্য সে বোঝা হালকা ও সহনীয় হয়। তাই ইসলামী ব্যাংক বাবস্থায় বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের পক্ষে ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসংস্থানও পূর্ণতা লাভ করে। শ্রমের চাহিদা ও মজুরী বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হওয়ায় এবং সম্পদ ও আয়ের ইনসাফপূর্ণ বণ্টন হওয়ায় মানুষের জীবন যাত্রার মান এবং মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে

সুদী ব্যবস্থায় সুদের হার প্রতিনিয়ত উঠানামা করে এবং অর্থনীতিতে মারাত্মক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। সুদের হার যখন কম থাকে, তখন সুদী ব্যাংকগুলো দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদনশীল খাতে ঋণ দেয়ার পরিবর্তে স্বল্প মেয়াদী ফটকা কারবারের জন্য ঋণ দেয়। ঋণ গ্রহীতারাও ফটকা কারবারকে অধিক লাভজনক মনে করে এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের পরিবর্তে ফটকা কারবারে বেশি নিয়োজিত হয়।

অন্যদিকে আবার নিম্ন সুদের হার বিলাসিতামূলক ব্যয় বাড়িয়ে দেয় এবং মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে। এ প্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের গহীত পদক্ষেপের ফলে যখন সুদের হার বৃদ্ধি পায়, তখন ফটকা কারবার ও বিলাসিতামূলক ব্যয় হ্রাস পায় ঠিকই; কিন্তু উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ তেমন বৃদ্ধি পায় না। উচ্চ হারে সুদ পরিশোধ করায় নতুন বিনিয়োগ বন্ধ হয় এবং আয় প্রবাহ/নগদ প্রবাহ সংকুচিত হয়ে অনেক কারবার বন্ধ হয়ে যায়।

জীবনযাত্রার মান এবং মানবসম্পদের উন্নয়ন

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হার শূন্য হয় এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ফলে এ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান উভয়ই পূর্ণতা লাভ করে। ফলে শ্রমের চাহিদা ও মজুরি বৃদ্ধি পায়। মানুষের জীবন যাত্রার মানের ও মানব সম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটে।

প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়

সুদ বিলোপ করে লাভ ক্ষতিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থায়ন ব্যবস্থা চালু করা হলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়। উদ্যোক্তা ও ব্যাংকসমূহের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি বণ্টিত হয়। ফলে বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিতে অস্থিরতা হ্রাস পায়, অনিশ্চয়তা দূর হয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়।

জনহিতকর কর্মকাণ্ড সম্পাদন

মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের আয়ের একটি অংশ দিয়ে বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন জনহিতকর সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। এ সকল ফাউন্ডেশন বা সহযোগী দাতব্য প্রতিষ্ঠান গরীব, দুস্থ ও দূর্যোগপীড়িত লোকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধন করে। এছাড়াও তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের সুস্থ শিল্প ও সাংস্কৃতির বিকাশ, ক্রীড়া উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষাকারী নানাবিধ ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

ক্যাশ ওয়াকফ ব্যবস্থা

ক্যাশ ওয়াকফ বলতে মূলত নগদ অর্থ ওয়াকফ করাকে বুঝায়। ফিকহের প্রাচীন কিতাবসমূহে ক্যাশ ওয়াকফের বিধান নিয়ে আলোচনা করা হলেও এর কোন গ্রন্থাবদ্ধ সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক অনেকেই ক্যাশ ওয়াকফের সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। "ক্যাশ ওয়াকফের অর্থ হলো নগদ মূলধন ওয়াকফ করা। অবকাঠামো, উদ্দেশ্য ও অন্যান্য দিক থেকে স্থাবর সম্পত্তির ওয়াকফ থেকে ক্যাশ ওয়াকফ ভিন্ন। মুসলমানরা সাধারণত ভূমি ও আবাসন ওয়াকফ করে থাকে এবং সরাসরি এসব সম্পত্তি অথবা এসব সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত ভাড়া জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়। ক্যাশ ওয়াকফের ক্ষেত্রে জনকল্যাণার্থে নগদ অর্থ ওয়াকফ করা হয় এবং এই অর্থ বিনিয়োগ করে যে মুনাফা আসে তা জনকল্যাণে ব্যবহৃত হয় (Cizakca 1998) ।"

ইসলামী শরী'আহ্‌তে ক্যাশ ওয়াকফ-এর বিধান

ক্যাশ ওয়াকফ মূলত অস্থাবর সম্পত্তির একটি ধরন। এ কারণে ক্যাশ ওয়াকফের বিধানটি অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফের বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট। স্থাবর সম্পদের মত অস্থাবর সম্পদ যেমন যুদ্ধের ঘোড়া, অস্ত্র এবং টাকা পয়সা, মুদ্রা ও নোট ওয়াক্‌ফ করা বৈধ কিনা তা নিয়ে ফিকহের ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহগণের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

এক:যেসব অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা যায় এবং বিদ্যমান রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় তা ওয়াকফ করা বৈধ। যেমন যুদ্ধাস্ত্র, গোলাম ইত্যাদি। অতএব, এ মতের আলোকে যেসব সম্পত্তি বজায় রেখে তার উপকার ভোগ করা যায় না তা

ওয়াকফ করা যায় না। এটি মালিকী (Al-Kharashi ND, 2/205; Al-Dusūqī ND, 4/77), শাফিয়ী (Al-Sharbīnī 2006, 3/525) ও হাম্বলী (Ibn Muflih 1997, 5/152; Ibn Qudāmah 1421H, 6/36) মাযহাবের জমহুরের মত।

দুই:শর্তসাপেক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ওয়াকফকৃত স্থাবর সম্পত্তিতে বিদ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ (Ibn 'Ābidīn 1410H, 4/361; Ibn al-Humām 1415H, 6/216; Al-Margīnānī 1984, 3/17) যেমন বিদ্যমান অস্থাবর কোন সম্পত্তি সহকারে ভূমি ওয়াকফ করা। এক্ষেত্রে ভূমি মূল ওয়াকফ এবং বিদ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি তার অনুগামী হিসেবে গণ্য হবে। তাঁরা আরও মনে করেন, যুদ্ধাস্ত্র এবং ঘোড়াও ওয়াকফ করা বৈধ (Al-Kāsānī ND, 6/220)। এ ব্যাপারে ইমাম ইবন হায্‌মও তাঁদের সাথে একমত পোষণ করেছেন (Ibn Ḥazm ND, 8/149)। ইমাম মুহাম্মদ মনে করেন, অস্ত্র ও ঘোড়ার পাশাপাশি মানুষ সচরাচর যেসব বিষয় ব্যবহার করে তাও ওয়াকফ করা বৈধ (Al-'Ainī 2000, 7/437)।

তিন: অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ বৈধ নয়, বরং ওয়াকফ স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে। এটি ইমাম আবু হানীফার অভিমত (Al-Margīnānī 1984, 3/17; Al-Kāsānī ND, 6/220); তাছাড়া ইমাম মালিক (Al-Bājī 1332H,6/122) ও আহমাদ (Ibn Muflih 1997, 5/154) থেকে বর্ণিত একাধিক মতের একটি।

উপর্যুক্ত মতপার্থক্যকে সামনে রেখে ক্যাশ ওয়াকফের বিধানের ব্যাপারে ফকীহগণের মতামতকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

প্রথমত: সামগ্রিকভাবে ক্যাশ ওয়াকফ অবৈধ

এটি হানাফী মাযহাবের পূর্বসূরী ইমামগণ যেমন আবু হানীফা, আবু ইউসুফ (Ibn Nuzaim 2002, 5/218) এবং উত্তরসূরীদের মধ্য থেকে আল-বারকালী [৯২৯-৯৮১হি.] (Dīrshūwi 2013, 30); মালিকী মাযহাবের ইবনুল হাজিব (Al-Hattāb 1995, 6/22); শাফিয়ীগণের মাযহাবী অভিমত (Al-'Imrānī 2000, 8/62); হাম্বলী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত (Al-Mardāwī 1377H, 7/11) এবং ইবন হায্‌ম আয-যাহিরীর বক্তব্য (Ibn Ḥazm ND, 8/149)।

দ্বিতীয়ত: ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ তবে মাকরুহ

এটি মালিকী মাযহাবের একদল ফকীহের মত। যেমন উক্ত মাযহাবের প্রবীণ ফকীহ ইবন রুশদ মনে করেন, দীনার ও দিরহামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা যে ব্যক্তির জন্য ওয়াকফ করা হয়, সে অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এর মালিকানাস্বত্ব ওয়াকফকারীর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়। কেননা, দীনার ও দিরহাম যার জন্য ওয়াকফ করা হয় সে তা জামানাত হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা ওয়াকফ করা মাকরুহ। (Ibn Rushd al-Jadd 1988, 12/188)

তৃতীয়তঃ সমাজে প্রচলিত থাকলে ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ

কোন সমাজে ক্যাশ ও অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করার রীতি প্রচলিত থাকলে সেখানে ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ। হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মদ রহ. এ মত পোষণ করেন। তাঁর এ মতই হানাফী মাযহাবের মাযহাবী সিদ্ধান্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে (Al-Margīnānī 1410H, 3/17; Ibn ‘Ābidīn 1984, 3/363)।

চতুর্থতঃ সাজসজ্জার জন্য দীনার ও দিরহাম ওয়াকফ করা বৈধ

এটি শাফিয়ী মাযহাবের একটি অভিমত। আল-মাওয়ারদীর মতে, দীনার ও দিরহাম নিঃশেষ হয়ে যায় এমন কাজের জন্য ওয়াকফ করা জায়েয নয়, এ ক্ষেত্রে তা খাদ্যের মত। তবে (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা তৈরি) অলংকার ওয়াকফ করা বৈধ, কেননা তা ভাড়ায় আদান প্রদান ও অস্তিত্ব বজায় রেখে তা থেকে উপকার গ্রহণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেননি (Al-Māwardī 1414H, 7/519)।

পঞ্চমতঃ ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ

এটি হানাফী মাযহাবের ইমাম যুফার ও তার সাথী মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (Al-Tarābilasī 1981, 26; Shaikhī Zādah 1998, 2/580), মালিকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য (Al-Zarqānī 2002, 7/138), শাফিয়ী মাযহাবের একটি (Al-Nawawī 1991, 5/315), হাম্বলী মাযহাবের একটি (Ibn Mufliḥ 1997, 5/156), বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম যুহরী (Al-Bukhārī 2002, 686), ইমাম বুখারী (Ibid) প্রমুখের অভিমত। ইমাম ইবন তাইমিয়া (Ibn Taymiyyah 1995, 31/234) এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন (Mesbah Uddin 2018, 41)।

১৯৯৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রকাশিত প্রফেসর ড. এম এ মান্নান কর্তৃক রচিত “Structural Adjustment and Islamic Voluntary Sector with special Reference to Awqaf in Bangladesh” শীর্ষক একটি গবেষণাপত্রে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামে ক্যাশ ওয়াক্ফ স্বীকৃত। মিসরে অটোম্যান যুগেও এর ব্যবহার সনাক্ত করা যায়। ওয়াক্ফ প্রশাসনের ক্ষেত্রে তুরস্কের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। গবেষণায় দেখা যায়, তুরস্কে ক্যাশ ওয়াক্ফ আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের সচ্ছল ও বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করে বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও মানবিক সেবামূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করার একটি আদর্শ মাধ্যম হিসেবে যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (SIBL 2015, 17; Mesbah Uddin 2018, 43)।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াকফ

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় মানব কল্যাণের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে ক্যাশ ওয়াকফ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে ওয়াকফ ক্যাশ জমা চিরস্থায়ী দান হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ গ্রাহকের পছন্দ মাফিক শরীয়াহ্ সম্মত খাতে বণ্টন বা ব্যয় করে। ১৯৯৭

সালে বাংলাদেশে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ প্রথম বারের মত ওয়াকফ এর বিকল্প মডেল হিসেবে ক্যাশ ওয়াকফ ব্যবস্থা চালু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি ইসলামী ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াকফ ব্যবস্থা চালু রয়েছে (Mesbah Uddin 2018, 43)।

ক্যাশ ওয়াকফ ডিপোজিট একাউন্টের বৈশিষ্ট্য

- ✓ মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে এই হিসাবের জমা গ্রহণ করা হয়।
- ✓ ওয়াকিফের পক্ষে ব্যাংক ওয়াকফকৃত ফান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।
- ✓ ক্যাশ ওয়াকফ জমা ছাপানো রশিদের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং ঘোষিত টাকার পরিমাণ সম্পুর্ণ জমা হওয়ার পর ক্যাশ ওয়াকফ সনদপত্র প্রদান করা হয়।
- ✓ ওয়াকিফের মৃত্যু হলে ওয়াকফ হিসাবের মুনাফা তার নির্দেশিত খাতে/উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়।
- ✓ বার্ষিক মুনাফার টাকা উপকারভোগী প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প/ব্যাক্তির একাউন্টে স্থানান্তর করা হয় অথবা ওয়াকফকারী কর্তৃক নির্ধারিত উপকারভোগী প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প/ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট শাখা সরাসরি প্রদান করতে পারে।
- ✓ যে উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করা হয় তা সম্পন্ন বা বাস্তবায়নের পর ওয়াক্ফের অর্থ কোথায় ব্যয় করা হবে সে সম্বন্ধে ওয়াকফ হিসাব খোলার সময় ওয়াকিফ হিসাব খোলার আবেদনপত্রে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা হিসাব খোলার আবেদনপত্রে উল্লেখ না থাকলে হিসাব খোলার ফরমে উল্লেখিত শরীয়াহসম্মত মানবকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়।

ক্যাশ ওয়াকফ ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনের এক অনন্য মাধ্যম

ওয়াকফ এর মাধ্যমে বিত্তবানদের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের একটি অনন্য-সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষ দুনিয়া ও পরকালের জীবনকে সুন্দর করার লক্ষ্যে ওয়াক্ফের মত একটি সাদকায়ে জারিয়াহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মহান আল্লাহপাকের সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জনে এগিয়ে যেতে পারে।

সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে ক্যাশ ওয়াকফ

ক্যাশ ওয়াকফ একটি দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগ বা সম্পদ, যা দীর্ঘ মেয়াদী আয় প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্যাশ ওয়াকফ হতে অর্জিত আয় দুস্থ, দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন বা এতিমদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করে সামাজিক বৈষম্য দূর করা যায়।

জনকল্যাণমূলক কাজে ক্যাশ ওয়াকফ

ক্যাশ ওয়াকফ হতে অর্জিত মুনাফা ব্যয়ের প্রায় সকল খাতই জনকল্যাণমূলক। পরিবার পুনর্বাসন, শিক্ষা সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা, কিংবা অন্যান্য যে কোন কল্যাণ ও সেবামূলক খাতে ক্যাশ ওয়াকফ এর মুনাফা বণ্টন বা ব্যয় করা যায়।

ওয়াকিফ এ সকল তালিকা হতে এক বা একাধিক খাত পছন্দ করে কিংবা শরী'আহ সম্মত অন্য যে কোন খাতের জন্য ক্যাশ ওয়াকফ গড়ে তোলার অধিকার রাখেন এবং জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। ক্যাশ ওয়াকফ হতে অর্জিত আয় দ্বারা উদ্যোক্তা উন্নয়ন, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরি শিক্ষা প্রদান এবং বিশেষ করে এতিম, অসহায় ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার্জনের ব্যবস্থা করা যায়। এতে দক্ষ ও কর্মক্ষম জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজের দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হয়। ক্যাশ ওয়াকফ মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুচিন্তিত ও গঠনমূলক খাতে ক্যাশ ওয়াকফ এর তহবিল বিনিয়োগ বা তা হতে অর্জিত আয় বণ্টন ও ব্যয়ের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক জীবন মানের উন্নয়ন, বেকারত্ব হ্রাস এবং সর্বোপরি সেবামূলক খাতের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এভাবে একটি আদর্শ, সুখী ও কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মানে ক্যাশ ওয়াকফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ইসলামী ব্যাংক মানেই উন্নয়নমূলক ব্যাংক - একটি যত্নশীল কল্যাণধর্মী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগের লাভ ক্ষতি বণ্টনের নীতিমালা অনুশীলনের মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে সফলতার পানে একটি অগ্রযাত্রার নাম। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা কল্যাণমুখী ব্যাংকিংয়ের একটি আদর্শ উদাহরণ। কারণ গোষ্ঠী বা ব্যক্তিস্বার্থ নয়, জনকল্যাণের আদর্শ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি। তাক্বওয়া, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফের নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার নীতি, পদ্ধতি ও কার্যক্রম মানবতার কল্যাণ সাধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রদ ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক কল্যাণের পাশাপাশি সুদমুক্ত, শোষণমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক, সুখী, সমৃদ্ধ ও জনকল্যাণমূলক সমাজ বিনির্মাণে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অবদান অতুলনীয়। এখন প্রয়োজন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামের আর্থিক নীতি ও আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা। কারণ জীবন ও সমাজের জন্য ইসলামের বিধানসমূহ পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য। যার আংশিক বাস্তবায়ন কখনই পূর্ণাঙ্গ সফলতা বয়ে আনে না। অংশীদারিত্ব ও জনকল্যাণমূলক ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সমন্বয় ঘটায়। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ নিশ্চিত করে এবং সমাজের বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। অতএব, ইসলামী ব্যাংকিং এর অর্ন্তনিহিত শক্তি, গভীর নৈতিকমান এবং মানবতার কল্যাণে এর কার্যকর ভূমিকার কারণে আগামী দিনগুলিতে বিশ্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি অনুকরণীয় মডেল হিসেবে গণ্য হবে, ইনশাআল্লাহ।

Bibliography

Al Qur'ān al-Karim

AAOIFI, Accounting, Auditing And Governance Standards for Islamic Financial Institutions. 2010. *Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI)*. Manama: AAOIFI.

Abū Dāūd, Sulaimān Ibn al-Ash'ath Ibn Isḥāq al-Sijistānī. 2009. *Sunan Abī Dāūd*. Beirūt: Dār al-Risālat.

Abul Hasan. 2014. "Islami Banking a Biponon O Grahok Sontosti" *Islamic Banking*. January Issue 2014.

Al-Sharbīnī, Muḥammad Ibn Aḥmad. 2006. *Mughnī al-Muḥtāj*. Cairo: Dār al-Ḥadīth.

Al-'Ainī, Maḥmūd Ibn Aḥmad. 2000. *Al-Bināyah Sharḥ al-Hidāyah*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bājī, Sulaimān Ibn Khalf. 1332H. *Al-Muntaqā Sharḥ al-Muaṭṭ'a*. Cairo: Maṭba'ah al-Sa'ādah.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 2002. *Al-Jamī' Al-Ṣahīh*. Beirūt: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dusūqī, Muḥammad Ibn Aḥmad. ND. *Ḥāshiah al-Dusūqī 'Ala al-Sharḥ al-Kabīr*. Beirūt: Dār al-Fikr.

Al-Ḥākim, Abū 'Abdullah al-Naisābūrī. 2007. *Al-Mustadrak 'Ala al-Saḥīḥain*. Beirūt: Dār Ibn Ḥazm.

Al-Ḥattāb, Muḥammad Ibn Muḥammad. 1995. *Mawāhib al-Jalīl li Sharḥ Mukhtasar al-Khalīl*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-'Imrānī, Yaḥyā Ibn Abī al-Khayer. 2000. *Al-Bayān Fī Madhab al-Imām al-Shāfi'ī*. Jeddah: Dār al-Manhāj.

Al-Kasānī, Abū Bakr Mas'ūd Ibn Aḥmad. ND. *Badaī'i al-Ṣanāī' Fi Tartīb al-Sharaī'*. Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Arābī.

Al-Kharashi, Muḥammad Ibn 'Abdullah. ND. *Sharḥ Mukhtasar al-Khalīl*. Beirūt: Dār al-Fikr.

Al-Mardāwī, 'Alā al-Dīn Abū al-Ḥasan Ibn Sulaimān. 1377H. *Al-Inṣāf Fī Ma'rifati al-Rājih Min Al-Khilāf*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.

Al-Margīnānī, 'Alī Ibn Abī Bakr. 1410H. *Al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. 1414H. *Al-Hāwī al-Kabīr*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhī al-Dīn Sharf. 1991. *Rawḍah al-Tālibīn wa ʻUmdat al-Muftieen*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

Al-Tarābilasī, Ibrāhīm Ibn Musa. 1981. *Al-Isʻāf Fī Ahkām al-Awqāf*. Beirūt: Dār al-Rāid.

Al-Tirmidhī, Abū ʻIīsa Muḥammad Ibn ʻIīsa. 1975. *Sunan al-Tirmidhī*. Cairo: Matbaah Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Zarqānī, ʻAbd al-Bāqī Ibn Yusūf. 2002. *Sharh al-Zarqānī ʻAla Mukhtasar Khalīl*. Beirūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Çizakça, Murat. 1998. Awqaf In History And Its Implications For Modern Islamic Economies. *Islamic Economic Studies*, *6(1).* (Jeddah: IRTI & IDB).

Dīrshūwi, Khālid Zain al-ʻĀbidīn. 2013. Al-Radd ʻAla Abī al-Saʻud Fī Sihhati Waqf al-Nuqūd: Dirāsah wa Tahqīq. Damascus: Damascus University, unpublished master thesis.

Dusuki, Asyraf Wajdi & Abdullah, Nurdianawati Irwani. 2007. Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility, The American Journal of Islamic Social Sciences. 24:1, (25-45)

El-Naggar, Ahmad. Islamic Banks: A Model and the Challenge, in Gouhar', The challenge of Islam, Islamic Council of Eourope.

Farook, Sayd. 2007. On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions' *Islamic Economic Studies,* Vol. 15, No. 1.

Hussain, Muhammad Sharif. 1996. Islami Banking Akti Unnototor Bank Babosta. Dhaka: Islami Bank Bangladesh Ltd.

Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad Amīn.1327H. *Radd al-Muḥtār ʻAla Durr al-Mukhtār*. Cairo: Matbaah al-Yamaniyyah.

Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn ʻAbd al-Wāhid. 1415H. *Fatḥ al-Qadīr*. Beirūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ʿAlī ibn Aḥmad ibn Saʿīd. ND. *Kitab al-Muhallā bi'l Athār*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Ibn Mufliḥ, Ibrāhīm Ibn Muḥammad. 1997. *Al-Mubdiʻ Fī Shaḥ al-Muqniʻi*ʻ. Beirūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Ibn Nuzaim, Zain al-Dīn. 2002. *Al-baḥr al-Rāiq*. India: Zakaria Book Dipu.

Ibn Qudāmah, ʻAbdullah Ibn Aḥmad. 1421H. *Al-Muqnī*ʻ. Jeddah: Maktaba al-Wādī.

Ibn Rushd al-Jadd, Muḥammad Ibn Aḥmad. 1988. *Al-Bayān wa al-Taḥsīl*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī.

Ibn Taymiyyah, Taqī Al dīn Abū Al ʻAbbās Aḥmad Ibn ʻAbdul Ḥalīm al-Ḥarrāī. 1995. *Majmuʻ al-Fatāwa*. Medina: King Fahad Complex for Quran Printing.

Mesbah Uddin, Md. 2018. Cash waqf and its implementation in Islamic banking in Bangladesh. Islami Ain O Bichar. v. 14, n. 54, p. 31-60

Muslim, Abū al Ḥusain Muslim Ibn al-Hajjāj. 1424H. *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*. Beirūt: Dar Iḥyā al-Turāth al-ʻArabi.

Sarkar, Abdul Awal. 2009. Islami Shariah Protipalon : Amanatkari O Biniyog grahoker Dristivongir Nirikhe, Islamic Banks Central Shariah Board Journal. No. 2.

Shaikhī Zādah, ʻAbdur Rahman Ibn Muhammad. 1998. Majmaʻ al-Anhar Sharh Multaqa al-Abhar. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

SIBL, Social Islami Bank Ltd. 2015. *Cash Waqf*. Dhaka: Social Islami Bank Ltd.